COVER DALIT NARIR ATMA KATHA_Layout 1 11/29/2021 10:39 PM Page 1

জন্ম ১৯৯০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। নকশালবাড়ির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিধূভূষণ বিদ্যাপীঠ থেকে পড়াশোনা শুরু করেন এবং নন্দপ্রসাদ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও নন্দপ্রসাদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাঠ নেন। পরবর্তী কালে কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে স্নাতক ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। আদর্শ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ২০১৭ সালে বিএড অর্জন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল করাকালীন ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধ্যাপনায় যোগদান। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের অধ্যাপিকা। প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যে আগ্রহ বেশি, তাই এই বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণাইয় মগ্ন তিনি। নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে সফল হওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলে 'গাঙচিল' থেকে জীবনসংগ্রামের কাহিনি লেখার প্রস্তাব পান এবং তারই ফসল এই বই। আর, এটিই প্রথম বই।

সেদিন অল্পের জন্য
প্রাণে বেঁচে যাই আমরা।
কতটা হিংসাপরায়ন হলে
মানুষ একটি পরিবারকে
আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা
করতে পারে সেটা ভেবেই
শিহরিত হই আমরা।

দলিত নারীর আত্মকথা

তৃষ্ণা করাতী

তৃষ্ণা করাতী

দলিত নারীর আত্মকথা

প্রত্যেকের জীবনেরই একটি কাহিনি থাকে। কিছু ঘটনা বিশেষ কারণে বিশেষ হয়ে ওঠে, যে তা অন্যের জীবনকেও প্রভাবিত করে তোলে। এই বইয়ের সত্য অন্যের প্রেরণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সম্বলহীন, এক দরিদ্র মায়ের লড়াইয়ের কাহিনি রয়েছে। যে মা নিজে পুথিগত 'অশিক্ষিত' ও তাঁর সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ত্যাগ করে অমানুষিক গতরে খেটে শুধুমাত্র সন্তানদের পড়াশোনা করিয়ে জীবনে সফল হওয়ার মন্ত্র শেখাবে বলে। যাদের ছোট জাত ও গরিব হওয়ার অপরাধে প্রতিনিয়ত অপদস্থ ও বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়েছে। গল্প রয়েছে শত অভাবের মধ্যেও একটি সুখী পরিবারের কথা। রয়েছে সততা আর পরিশ্রমকে সম্বল করে জীবনে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখার। রয়েছে হিংসাপরায়ণ কিছু লোকের দ্বারা, সেই স্বপ্নকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রের কথা। রয়েছে এক মায়ের সন্তান হারানোর বিদারক করুণ কাহিনিও। আবার আছে প্রকৃত বন্ধুত্বের কথা। শুভাকাঙ্খীদের আশীর্বাদের কথা। স্বপ্ন ভঙ্গের কথা। সব হারিয়েও আবার নতুন করে আশা করতে শেখার। তথাকথিত সভ্য সমাজের কিছু নিম্নমনের মানুষের ভাষায় 'কাজের ঝি' ছেলেমেয়েদের 'কাজের ঝি' না-হয়ে জীবনে উচ্চপদে সফল হওয়ার কথা।